"সবার জন্য প্রয়োজন, জন্ম ও মৃত্যুর পরপরই নিবন্ধন"
জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বাণী

সম্মানিত সুধী

আজ ০৬ অক্টোবর, জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস। 'সবার জন্য প্রয়োজন, জন্ম ও মৃত্যুর পরপরই নিবন্ধন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এই দিবসটি আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি। দিবসটির সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের বিষয়। জন্ম নিবন্ধন হলো একজন মানুষের প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। আর এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র একজন মানুষের নাগরিক মর্যাদার পাশাপাশি মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৯ এবং সূচক ১৭.১৯.২-এ ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ জন্ম নিবন্ধন এবং ৮০ শতাংশ মৃত্যু নিবন্ধনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধনের পাশাপাশি তার মৃত্যুও নিবন্ধিত হওয়া আবশ্যক। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বছর ১২ আগস্ট এক পরিপত্র জারির মাধ্যমে ৬ অক্টোবরকে 'জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

বাংলাদেশে ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন করা হয়। আইন এর ৩ ধারা অনুযায়ী যেকোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী (১) শিশুর পিতা বা মাতা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি উক্ত শিশুর জন্মের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকিবেন এবং (২) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা বা অভিভাবক বা নির্ধারিত ব্যক্তি মৃত্যুর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদানের জন্য বাধ্য থাকিবেন মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক জন্ম তথ্য প্রদানে প্রথম ব্যক্তি। তিনি শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদান করবেন। এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং সচিব, গ্রাম পুলিশ, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কমিশনার, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণকর্মী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) মাঠকর্মী, কোনো সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা মাতৃসদনে জন্মগ্রহণকারী শিশুর তথ্যের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার বা ডাক্তার, জেলখানায় জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে জেলসুপার বা জেলার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, পরিত্যক্ত শিশু বা সাধারণ স্থানে পড়ে থাকা পরিচয়হীন শিশুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নির্ধারিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শিশুর জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধন আইন ২০১৩ অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পাশাপাশি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ভুল তথ্য দিলে তাদের শাস্তির বিধান রয়েছে। ভুল তথ্য দাতা ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং এক বছরের কারাদন্ড- অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব আইন দ্বারা সুবিস্তৃত করা হয়েছে। জন্ম নিবন্ধন শিশুর জাতীয়তা, বয়স, নামকরণ, স্থায়ী ঠিকানা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়। এছাড়া পাসপোর্ট ইস্যু, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জমি রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট পেতে, ট্যাক্স প্রদানে, ব্যাংক হিসাব খুলতে, গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ- টেলিফোন সংযোগ নিতে ইত্যাদি ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদর্শন সরকার আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করেছে। পাশাপাশি সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি, পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তি, মৃত ব্যক্তির লাইফ ইনস্যুরেন্সের দাবি, নামজারি এবং জমাভাগ প্রাপ্তিতে মৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমি জানি চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ আইনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সরকারের পরিকল্পনার সাথে সহগামী। এই সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ইতোপূর্বে "করোনা নিয়ন্ত্রণে" সারা বাংলাদেশে মডেল হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত সরকারের নির্দেশনা মতে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোও অনুসরণ করছে। বর্তমানে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে আগস্ট/২০২১ মাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। তাই বিশ্বাস করি এ শক্তিকে কাজে লাগালেই জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মডেল হবে। এজন্য আমাদের পরিকল্পিতভাবে বেশ কিছু কার্যক্রম এখনই গ্রহণ করা উচিত। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারি সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তির পরিবারের সকল সদস্যের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে । যেকোন ভাতাভোগীর যেমন: বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি, যেকোন ত্রাণ সহযোগিতা জন্ম নিবন্ধন সনদ দাখিলের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তরের সকল ধরণের সেবার জন্য উপকারভোগীর পরিবারের সকল সদস্যের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। যে সকল ইউনিয়ন পরিষদ নিবন্ধনে পিছিয়ে থাকবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে যারা এগিয়ে থাকবে তাদেরকে উন্নয়ন প্রকল্পের অধিক বরাদ্দ প্রদানসহ পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিতের ক্ষেত্রে প্রতিটি করবস্থানে মৃত্যু রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া করোনাভাইরাসের টিকা নিতে জন্ম নিবন্ধন সনদ নিশ্চিত করতে হবে।

সঠিক সময়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন হলে; সরকার একটি জনমিতিক পরিসংখ্যান পায় এবং এই পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সর্বোপরি সামাজিক নিরাপত্তাবিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। তাই আসুন জন্ম ও মৃত্যুর পরপরই নিবন্ধকের কাছে গিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করি এবং সরকারকে জনগণের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করি।

৬/১০/২১
শুভেচ্ছান্তে
মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ
জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ